STEPPING STONE SCHOOL (HIGH)

Class- IV

Subject- 2nd Language (Bengali)

Time- 30 minutes

Topic- Handwriting & Spelling

Date- 12/06/2020

Worksheet- 19

নিচে দেওয়া অংশটা প্রথমে ভালো করে পড়বে এবং তারপর দেখে দেখে একটি পৃষ্ঠায় লিখবে। যে শব্দগুলোর নিচে দাগ দেওয়া আছে সেগুলো আলাদা করে লিখে বানানের জন্য মুখস্থ করবে। সমস্ত কাজ একটি পৃষ্ঠায় করবে এবং তারপর পৃষ্ঠাটি তারিখ অনুযায়ী যত্ন করে ফাইল-এ রেখে দেবে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাঞ্চু কি হে?" লোকটা বললে, "দিঘাঞ্চু নয় দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বললে, "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে?" লোকটা বললে, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি অত খবর রাখি না, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি—দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের ওপর ব'সে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে, চোখ পাকিয়ে কঃ ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী?" লোকটা বললে, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বললে, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি, দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম, তা হ'লে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হতো তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বলতো?"

লোকটা বললে, "সর্বনাশ? সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া, কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোক শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হ'ল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হলদে সবুজ ওরাংওটাং,
ইঁট পাট্‌কেল চিৎপটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধ র্ম ত লা ক র্ম খা লি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই, লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন অন্য কোনো রকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।